মানবতার জাগরণে শিল্পকলায় বাউলমেলা

- এই প্রথমবারের মতো সারাদেশ থেকে 'ফকির লালন সাঁইজির ভাবশিষ্যদের মধ্য থেকে বাছাই করা ১৫৫জন বাউল শিল্পীর অংশগ্রহনে ১১-১৪ আগস্ট বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় আয়োজন করা হয় ব্যতিক্রমী এক বাউল মেলা।
- 'সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'
- 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি'
- 'সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এম.পি, সংস্কৃতি সচিব আকতারী মমতাজ ও শিল্পকলাএকাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র নেতৃত্বে'জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জাগরণ' স্লোগান নিয়ে বাউল শিল্পীদের পদযাত্রা।

তখনও সন্ধ্যাবাতি জ্বলেনি। সবেমাত্র বিকেলের রোদটা গোধূলি ছুঁতে চললো। রঙ ছড়ানো এই শেষ বিকেলে সাদা পোশাকধারীদের পদভারে ব্যতিক্রমী এক পরিবেশে রূপ নেয় শিল্পকলা প্রাঙ্গণ।

একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় ক্রমাগত বাড়তেই থাকে তাদের উপস্থিতি। কেউ এসেছেন কুষ্টিয়া থেকে, কেউ বা চুয়াডাঙ্গা থেকে, কেউ কেউ ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, বরিশাল, রাজবাড়ী কিংবা দেশের অন্য কোন প্রান্ত থেকে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে কোন বিপ্লব ঘটাতে একতারা, দোতারা হাতে এই সাদা পোশাকধারীদের আগমন? নাকি শান্তির বাণী প্রচারের দীক্ষা নিতে কূলে ভিড়েছে সাধু-সন্যাসীদের দল? হঠাৎ এরকম দৃশ্য দেখলে যে কেউই এমনি নানা প্রশ্নে উৎসাহী হয়ে উঠবেন নিজের অজান্তেই। মূল ঘটনাটি কিন্তু আরও তাৎর্পযপূর্ণ। এই প্রথমবারের মতো সারাদেশ থেকে 'ফকির লালন সাঁইজি'র ভাবশিষ্যদের মধ্য থেকে ১৫৫জন বাউল শিল্পীর অংশগ্রহণে ১১-১৪ আগস্ট বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় আয়োজিত হয় ব্যতিক্রমি এক বাউল মেলা। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে 'গুরুশিষ্য পরম্পরা বিশ্বগ্রাম পথচলা' স্লোগানে অনুষ্ঠিত এ বাউল সম্মিলনী ও ভাবগীতের আসরকে ঘিরে জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় বাউল-সাধকদের এই সমাবেশ, সন্ধ্যা পেরিয়ে যা রূপ নেয় লালনের বারামখানায়।

আয়োজনস্থলে ঢুকতেই প্রাণ জুড়িয়ে যায় আধো আলো-আঁধারীর খেলায়। কিছু দূর পরপর বাঁশে ঝুলানো জ্বলন্ত হারিকেন পরিবেশকে করে তোলে আরও বর্ণিল। কংক্রিটের প্রাচীরের ভেতর গ্রাম্য আদলে তৈরি ব্যতিক্রমি মঞ্চ এবং বিছানো খড়ের উপর চাটাইয়ে সাজানো দর্শক-গ্যালারী উপভোগকারীদের আপ্লুত করে। দৃশ্যান্তরে প্লাজার পূর্ব পাশে নির্মিত মঞ্চের পিছনটা যেন এক নান্দনিক বাঁশঝাড়। উত্তর-দক্ষিণ এবং পশ্চিম পাশে বাঁশের খুঁটির উপর খড়ের ছাউনী আবৃত চারটি আখড়াঘর পরিবেশকে করে তোলে আরো বাউলময়। মঞ্চসহ পাঁচটি আসনঘরই যেন রূপ নেয় বাউল তরিকার পাঁচ ঘরে। যেখানে মূল মঞ্চকে ধরা যেতে পারে সাঁইজির ঘর। আয়োজনে শুধু লালন ঘরানার ফকির-বাউল-সাধকরাই নয় মানবতার ডাকে এই আসরে ছুটে এসেছেন ঢাকাসহ আশপাশের এলাকার বৈষ্ণব, সাক্ত, শৈব, সৈর এবং জ্ঞানপন্থীদের অনেকেই।

আসর জুড়ে কৃত্তিম ধোঁয়াবরণে দর্শক-ভক্তরা যেন মূহুর্তের জন্য হারিয়ে যান সত্যিকারের শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাতের গ্রাম্য উঠান বা বৈঠকী কিংবা বাউলগানের প্রাণছোঁয়া আবহে। পুরো আয়োজনটি যেন পরিণত হয় একখন্ড ছেঁউড়িয়ায়। ছোট ছোট দলে আলাদা হয়ে লালন সাধকদের কেউ কেউ শিষ্যদের নিয়ে মেতে ওঠেন বাউলগানের আলোচনা, আড্ডা, গুরুভক্তি ও সাধনকর্মে। গানে, কথায়, লালনের মানবতার হৃদস্পর্শক বাণীতে সাধু-ভক্তদের সাথে লালন-বন্দনায় মেতে উঠেন দর্শক-ভক্তরাও। রাজধানীর বুকে বাউলদের নিয়ে এমন আয়োজন সত্যিই বিরল। শুধু গানের আসরই নয় বাউলদের সকল প্রকার গুরুকার্য-আরাধনা এবং প্রত্যাহিক জীবনাচরণ প্রাণবন্ত হয়ে দেখা দেয় সত্য-সাধনার অনবদ্য বহিঃপ্রকাশে। মানবতার ডাকে সাঁইজির ঘরানার ভাবশিষ্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এ সম্মিলনী ও ভাবগীত আসরের শুভ উদ্বোধন হয় ১১ আগস্ট সন্ধ্যায়। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এরপর বরেণ্য বাউল শিল্পী ও সংগঠকদের শুভেচ্ছা বিনিময় ও সুরে-ঝংকারে শুরু হয় মরমী গানের অমর সাধন। এদিন 'সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে' শিরোনামে বাউল সংগীত পরিবেশন করেন বাউলগুরু পাগলা বাবলু, ফকির নহির সাহ্, ফকির হৃদয় সাধুসহ অনেকে। লালন ফকিরের এই ভাবশিষ্যরা তাঁর গান গেয়ে দর্শকদের মজালেন লালনের আপন সুরে।

১২ আগস্ট 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি' বাউল সংগীত পরিবেশন করে ফকির শরীফ সাধু, ফকির বাউল শুভা বিশ্বাস, ফকির শাহ আলম স্বপন, ফকির ইয়াকুব, ফকির নিজাম শাঁই, ফকির বাউল মোহিনী সরকার, ফকির বাউল গনেশ বসুসহ আগত বাউল সাধকেরা। ১৩ আগস্ট সকাল ১০টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বাউল সঙ্গীত সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা। এ দিন সন্ধ্যা আসরে পরিবেশিত হয় 'সত্যবল সুপথে চল ওরে আমার মন' শিরোনামে মর্মময়ী লালনগীতি। ১৪ আগস্ট সকাল ১০টায় 'জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জাগরণ' শিরোনামে মানবতার গান গেয়ে একাডেমি প্রাঙ্গন থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এম.পি, সংস্কৃতি সচিব আক্তারী মমতাজ ও শিল্পকলা একাডেমির মহা পরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র নেতৃত্বে বাউল শিল্পীদের পদযাত্রা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। শিল্পকলার আয়োজনে মাসব্যাপী 'জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জাগরণ' শীর্ষক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়েছে অনবদ্য এ বাউল আয়োজন। দেশব্যাপী মানবিক জাগরণের এই কর্মসূচী প্রসঙ্গে এর মূল পরিকল্পক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক সংস্কৃতজন লিয়াকত আলী লাকী বলেন, এটি শোকের মাস। এই মাসেই স্বাধীন বাংলার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট ঘৃণ্য হত্যাযজ্ঞের শিকার হন। স্বাধীনতা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক চেতনায় জাতি আজ এগিয়ে চলছে।

প্রসঙ্গত, হাজার বছর আগে মরমী সাধনার পথেই বাউল গানের সৃষ্টি হয়েছে ভিন্ন কোন আঙ্গিকে। যদিও বাংলার বাউল সাধনার সবচেয়ে বেশি প্রসার ঘটেছে ফকির লালন শাহের আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে। লালনই বাউল সাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। গানের মধ্যে যিনি সমকালীন সমাজকে তুলে ধরেছেন। মানুষের প্রচলিত বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়ে সহজিয়া ঈশ্বর ভজনার পথ দেখিয়েছেন। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, জাত-পাতের উর্ধ্বে উঠে মানুষকে মূল্য দিয়েছেন।

প্রতিবাদ এবং দ্রোহের ভেতর দিয়ে বাউলের জন্ম। সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষ যখন উচ্চবর্ণের মানুষের কাছ থেকে অশ্রদ্ধা, অমর্যাদার হয়ে উঠেছে, তাদের কোনো অধিকারই উচ্চবর্ণের মানুষ স্বীকার করেনি তখন কিছু মানুষ ভিন্ন পথ খোঁজার চেষ্টা করে। যে পথ সমাজের নিপীড়িত শোষিত শ্রেণি-শাস্ত্রভার মুক্ত একটি নতুন ও সহজতর সাধনার পথ। যা দেহকেন্দ্রিক, গুরুবাদী সাধনার ধারায় আবৃত। মূলত, সেখান থেকেই বাউলের জন্ম।

লালনের প্রকৃত বাণী আমাদের ভেতর আত্মাকে জাগিয়ে দেবে

বাউলসাধনার অনন্য পথিকৃত লালন সাঁইজি'র ভাবশিষ্যদের নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো প্রাণছোঁয়া বাউল মেলা। এতে সারাদেশের বাউলদের পক্ষে সার্বিক সমন্বয় সাধন করেন লালনসাধক পাগলা বাবলু। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ আসরের অন্তরালের চিত্র এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় উঠে এসেছে তার কথোপকথনে। আয়োজনের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা সত্যবাণী প্রচারকরা মইরা বাঁইচা আছি। সুতরাং শিল্পকলা আমাদের বাউল সম্প্রদায়কে নিয়ে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা বাস্তবায়নে মানবতার ডাকে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। সমগ্র বিশ্ব আজকে দেখুক মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ এবং নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ফকিররাও সৌচ্চার। এভাবেই আমরা আয়োজনের পথে অগ্রসর হই। প্রথমে অনেকেই মনে করেছেন আমি পাগল কিছিমের মানুষ আমাকে দিয়ে কিইবা হবে। কিন্তু আমার নিজের প্রতি নিজের একটা আত্মবিশ্বাস আছে যে, আমি ডাক দিলে সবাই সাড়া দেবেন, সবার শতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তাহাই রূপ দিয়েছে। এক্ষেত্রে শিল্পকলার ডিজি মহোদয়ও এই সাহসের অন্যতম উৎস। আমার বাড়ি ফরিদপুরে কিন্তু আমার গুরুপীঠ কুষ্টিয়াতে। যতো সাধু-গুরু, মহৎ-মহাজনরা এখানে এসেছেন তারা জানেন আমি কুষ্টিয়ার। তারা আমাকে কুষ্টিয়ার বটতলার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাউল-ফকির, বৈষ্ণব বা সাধু-গুরুদের মূল দর্শনই হচ্ছে মনুষ্যত্ব-মানবতার জন্য সত্যসাধন। সত্যের বাণী প্রচার। কল্যাণের জয়গান গাওয়া। এই ছাড়া আমাদের কোন চাওয়া পাওয়া নেই, অর্থলোভ নেই, নিজেদের নিয়ে কোন কষ্ট নেই। বাউলদের কষ্ট হচ্ছে মানুষের জন্য, শান্তি-মানবতার জন্য। আমি এই পথে এসে আমার দীক্ষাগুরুর কাছে যেই শিক্ষা পেয়েছি তাতে আমি উপলব্ধি করেছি যে, লালনের মাত্র একটা বাণীও যদি অন্তরে ধারণ করা যায় তবে প্রত্যেক মানবাত্মাই হয়ে উঠবে সত্য-সুন্দরের চারণভূমি।

আমরা বাউলরা অনুপ্রাণিত-অভিভূত হয়েছি এ আসরে দর্শকদের আন্তরিক উপস্থিতি দেখে। এখানে এতো নিরাপত্তা ও চার দেয়ালের একটি দালানের ভেতর এরকম একটি আয়োজনে যে উপচেপড়া দর্শক উপস্থিতি ছিল তাতে আমরা আনন্দিত। এখানে একটা জিনিস দেখেছি তা হচ্ছে বাউলদের সম্পর্কে মানুষের জানার আগ্রহ প্রবল। মানুষ আসলে বাউল দর্শন তথা মানবতার বাণী শুনতে চায়, এর ভেতরে একটা আশ্রয় খোঁজে। সংশ্লিষ্টদের সেই পথ তৈরি করে দিতে হবে। বিশেষ করে শিল্পকলা বা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গুরুপর্যায়ের বাউলদের যদি তালিকাভূক্ত করে বিশেষভাবে মূল্যায়িত করা যায় বা তাদের মাধ্যমে বাউলশিল্প সংরক্ষণ ও প্রসারে স্থায়ী কিছু কাজ করা যায় তাহলে এই শিল্প আরো বিকশিত হবে।

শিল্পকলার ডাকে দেশের চলমান পরিস্থিতিতে জঙ্গিবাদ-মৌলবাদকে ধিক্কার জানিয়ে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। এই আয়োজনটি ধারাবাহিকভাবে হওয়া উচিত। অবশ্য এ আয়োজনটি প্রতিবছর হবে বলে মাননীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী এবং শিল্পকলার মহাপরিচালকের কাছ থেকে আমরা আশ্বাস পেয়েছি। আশাকরি, আগামি দিনেও আমরা এ রকম প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান উপহার দিতে পারবো। এ ব্যাপারে বাউল সমাজ সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। বাউলসাধনার পাঁচটি ঘর বা ঘরানা হলেও বিশ্বাসের জায়গা কিন্তু একটিই। লালন সাঁইজির ঘর, চৌধুরীর ঘর, স্বতি মায়ের ঘর, পাঞ্জু শাহ'র ঘর এবং দেলবার শাহ'র ঘর। কারো সাথে কারো কোন বিবেধ নেই, সবার একই তরিকা। লালনের বাণী রয়েছে- 'অমূল্য দোকান খুলেছেন নবী, যে ধন চাইবি সে ধনই পাবি'। 'ঘৃণা করি ধন; সেধে নেরে মন, না নিলে আখেরে পস্তাবি'। চারকে দিলেন চার মতের যাজন- শরীয়ত মারফত, হকীকত, তরীকত (নবীজির সাথের চারজন সাহাবার কথা বলেছেন)। এখানে যেমনি চারজন সাহাবার চার তরিকার হলেও সবার লক্ষ্য বা চেতনা এক। নেতা এক, বিশ্বাসও এক। 'নবী বিনে পথে গোল হবে চার পথে। ফকির লালন বলে যেন গোলে পরিসনা'। 'শরীয়তের পর্দা যতো পবিত্র রাখা যাবে ততই মারফতের রাস্তা খুলে যাবে'। অনেকে লালনকে পুরোপুরি বাউল বানিয়ে ফেলেছে। বুঝতে হবে যে, 'বা' মানে বাতাস, 'উল' মানে সন্ধান। বাতাস ধরে যেকোন লোক সত্যের সন্ধান করতে পারে। কিন্তু চুল-দাড়ি রেখে একতারা-জুব্বা নিয়ে চললেই বাউল হয়না। আর ফকির লালন মানে লালনই। তাকে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান বানানোর চেষ্টা করেছিলেন। কেউ কেউ তার নামের পাশে ফকির লাগিয়েছেন কিন্তু তিনি ফকির নন। তিনি লালন, লালনের পাশে তিনি লিখেছেন সাঁই, যার অর্থ স্বয়ং। তিনিও কিন্তু গুরুপরম্পরায় সাধনা করেছেন। তাঁর গুরু ছিলেন সিরাজ সাঁই। আমি কিন্তু বন্দনাতে বলি- আঁধারী মিয়া, খেয়ালি গোসাঁই, রণ গাজী, ফাঁনুর চ্যাটার্জি, ফকির মামু, কুবির নানুক, দরবেশ সিরাজ সাঁই। এরা কিন্তু লালন সাঁইজিরও আগের। তাঁর পরবর্তী পরম্পরায় আমাদের সাধনচর্চা। আমার একটি ব্যতিক্রমী ভাবনা রয়েছে যা আমি ইউনেস্কোর একজন কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। ভাবনাটা হলো- আমি জেলখানার কয়েদিদের লালনের গান শোনাতে চাই। লালনের এমন মর্মময় বাণী আছে যে, যতো বড় অপরাধীই হোকনা কেন তার ভেতরাত্মাকে জাগিয়ে দেবেই। সেটি শোনার পর তার ভেতরের মানুষটি শুধু আত্মশুদ্ধির পথ খুঁজবে। আয়োজনের দ্বিতীয় দিন একটি মুক্ত আলোচনা ছিল যে, মানবতার জাগরণে আর কি কি করা যায়। মাননীয় সংস্কৃতিমন্ত্রীও উপস্থিত থেকে বাউলদের কথা শুনেছেন। তিনি বাউলদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে, তাদের কি দুঃখ-কষ্ট আছে। বাউলরা সেখানে প্রাণ খুলে বলেছে। জানিয়েছে যে, অনেক জায়গায় তারা লাঞ্ছনার স্বীকার হচ্ছে। তাদের উপর হামলা হচ্ছে, চুল-দাড়ি কর্তন করা হচ্ছে। এসব নির্যাতন থেকে বাউলরা নিস্তার চায়। মন্ত্রী মহোদয় আশ্বস্থ করেছেন যে, এমনটা ভবিষ্যতে যেন না হয় সেজন্য সারাদেশে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এবং প্রশাসকের এ বিষয়ে সজাগ থাকতে বলা হবে। একই সাথে বাউলদের যেন যেকোন আয়োজনের অনুমতি ও নিরাপত্তা দেওয়া হয়। সে বিষয়েও বলা হবে। সেখানে আমাদের সাথে নঈস সাঁইজি, আনু ফকির, আজিম ফকির, হৃদয় সাধুসহ কয়েকজন বিশিষ্ট বাউল সাধকও অংশ নিয়েছিলেন।

শিল্পকলার কোন কাজে আমরা কৃপণতা পাইনি। বাউলরা এখানে এসেছেন, গান গেয়েছেন, মনের কথাগুলো বলেছেন, সর্বোপরি সবাই চমৎকার উপভোগ করেছে। এর আগে শিল্পকলার বর্তমান মহাপরিচালকের কাছে আমার একটা অনুরোধ ছিল যে, লালনের আদি সুর বা গুরু-শিষ্য পরম্পরাটা সংরক্ষন করা যায় কিনা। আমি মনে করি শুধুমাত্র লালনের আদি একতারা, ডুগি, খঞ্জরি, খোল মন্দিরার আদলে যদি একটা কর্মশালা হয় তাহলে যথার্থ একটা কাজ হবে। ভিনদেশী আধুনিক যন্ত্র বাজবে কিন্তু বাউলের নিজস্বতাকে ঢাকতে পারবেনা। বরঞ্চ, আমাদের সাধের যেই বাদ্যযন্ত্র- ডুগি, খঞ্জরি, মন্দিরা, খোল, কর্তাল আরো উজ্জীবিত হবে। আধুনিকতার নামে আমরা মৌলিকতাকে ভুলে গেলে চলবেনা। এখনতো অনেকেই একতারা হাতে নিতে চায়না। কিন্তু, অস্তিত্বের সাথে থাকতেই হবে। প্রথমদিকে আমি আধুনিক ও লোক গান গাইতাম, নজরুল সঙ্গীতের শিল্পী ছিলাম, কঙ্গ বাজাতাম। আমার বাবা সরকারি চাকুরি করতেন। বাবা-মা একটা সাংস্কৃতিক আবহে কোলকাতায় পড়াশোনা করেছেন। তারা দুজন গুরুমুখি তরিকা মানতেন। যখন দেখলেন ছোট থেকেই আমি সঙ্গীতমুখি তখন মা আমাকে বললেন যে, তুমি লালন সাঁইজি'র দর্শনমুখি হও। সেই ৩৫-৪০ বছর আগে তিনি আমাকে ৫০০ টাকা দিয়ে লালনের বারামখানায় পাঠালেন। তখন সেখানে কোন দালানই ছিলনা। ছিল শুধু সাঁইজির মাজার। একযুগ সাধনার পর আমি আমার গুরুর সন্ধান পাই। আমার গুরুজির নাম ফকির খোদাই বক্স শাহ্। প্রথমদিকে আমি তাকে দীক্ষাগুরু মানতে পারিনি, তখন বুঝিওনি। কিন্তু যখন দেখলাম তিনি তিনে এক হয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ নিজে লিখছেন, নিজে গাইছেন নিজে বাজাচ্ছেন তখন আমি তার পেছনে ঘুরতে শুরু করলাম। তিনি আমার আগ্রহ-ব্যাকুলতা দেখে বুকে তুলে নিলেন। আমি বুঝলাম এটাই সত্যবাণী ও মানবতার সঠিক পথ। তার প্রমাণ দরবেশ লালন সাঁইজি দিয়ে গেছেন- 'মোহাম্মদ মোস্তফা নবী প্রেমেরই রাসূল। তারে দেখতে সবাই পাগলীনি জগৎ হয় আকুল। ইশকে আল্লাহ, ইশকে রাসূল, ইশকে দোহাই জগতের ভুল। ইশকো বিনা ভজন-সাধন সব কিছু তার হয় ভুল। বড় পীর আব্দুল কাদের মহিউদ্দিন, খাজা গরীবে নেওয়াজ মাঈনউদ্দিন। শাহ জালাল, শাহ মাজার, সবাই নেয় তার চরণ ধূলি।' এরপর বললেন- কেয়ামত হাসরের দিনে আল্লাহ নিবেন মুমিন চিনে। সেখানে কিন্তু তিনি হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিষ্টানের কথা আলাদা করে বলেননি যে, এদেরকে বেছে বেছে নেবো। মুমিন কে? মুমিন মানে স্রষ্টায় বিশ্বাসী, মানবপ্রেমী, চরিত্রবান, আদর্শিক ও মানবিক মানুষ। দরবেশ সিরাজ সাঁই কয় 'প্রেমের গুণে লালন'। কারণ মানুষের সাথে যতো মহাব্বত করা যায়, তা দিয়েই পার হতে হবে। কলহ করে পার হওয়া যাবেনা। তিনি বলেন, ২০০৫ থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে সঙ্গীতের প্রশিক্ষক হিসেবে আমি অনেকবার কাজ করেছি। এর আগে আমরা যতো বাউলই শিল্পকলায় আসতাম আমরা গান গেয়ে চলে যেতাম, সম্মানিত হতাম। এখনকার সম্মান এবং কদরটা আমাদের আত্মাকে অরো বেশী আনন্দিত করে। কারণ, বর্তমান মহাপরিচালক শিল্পের সাধক লিয়াকত আলী আলী লাকী দায়িত্বে আসার পর থেকে শিল্পকলা নামের যে বৈচিত্রতা এবং মহত্ত্বতা, তা তিনি চিন্তা ও প্রকাশের বহুমাতৃকতা দিয়ে দেখাচ্ছেন। তিনি তার হৃদয় দিয়ে শ্রম দিয়ে নতুনত্বের বর্হিঃপ্রকাশে যে কাজগুলো করে চলছেন তা বিরল। বিষয়টি বাউল সমাজকেও অনুপ্রাণিত করছে। শুধু বাউল নয় সকল শিল্পকেই তিনি মূল্যায়নের মাধ্যমে মর্যাদা দিচ্ছেন। তার নেতৃত্বে সারাদেশে শিল্পের একটা জাগরণ দেখা যাচ্ছে।

বাউল মেলায় আগত বরেণ্য বাউল সাধক নহির শাহ, ফকির সুভাষ বিশ্বাস ও সমন্বয়ক পাগলা বাবলুসহ কয়েকজন বাউল শিল্পী

বাউল ভাবদর্শন পারে অন্ধকারের শক্তিকে রুখে দিতে : সংস্কৃতিমন্ত্রী

আসাদুজ্জামান নূর
সংস্কৃতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, বাউল ভাবদর্শন পারে অন্ধকারের শক্তিকে রুখে দিতে। তিনি বলেন, বর্তমানে অন্ধকারের শক্তিগুলো বাংলাদেশে তাদের অপতৎপরতা চালানোর চেষ্টা করছে। তাঁরা ধর্মের নামে মুক্তমনা মানুষ, ব্লগার, লেখক-প্রকাশক, শিল্পী-কবি-সাহিত্যিক, পুরোহিত, ইমাম, বিদেশীসহ নিরীহ মানুষ হত্যা করছে। ১৪ আগস্ট ২০১৬ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় আয়োজিত বাউল সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ১১-১৪ আগস্ট ২০১৬ জাতীয় চিত্রশালায় লালন ভাবধারার ভাবশিষ্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল লালন ভাবসঙ্গীত ও সম্মেলন।

'জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জাগরণ' শীর্ষক চারদিনব্যাপী এ আয়োজনের শেষ দিন সকালে চিত্রশালা মিলনায়তনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতিমন্ত্রী আরও বলেন, মানুষ মানুষে যখন ভালবাসার ঘাটতি হয় তখন শুরু হয় সংকট-সংঘাত, ঘটে নানা বিপর্যয় ও ধ্বংস। এ পরিস্থিতির উত্তরণে বাউল ভাবদর্শন পালন করতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কারণ এ দর্শনের মূল কথা মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আর সম্প্রীতি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আক্তারী মমতাজ, একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীসহ বাউল সাধক নহির শাহ, বাউল পাগলা বাবলু ও বাউল হৃদয় সাধু। সারাদেশ থেকে আগত প্রায় দেড় শতাধিক বাউল এসময় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, বাউলের যে দর্শন তা আমাদের জীবনেরই দর্শন, যে দর্শন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-পেশার মধ্যে ভেদাভেদ না করে সবাইকে মনুষ্যত্বের আহ্বানে একত্রিত করে। এটি সমগ্র মানবজাতির দর্শন, যার ছায়ায় সব ধর্মের-গোত্রের-সম্প্রদায়ের মানুষ সমাবেত হতে পারে।

মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন সময়ে দেশের নানা প্রান্তে বাউলদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এটি শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠির উপর হামলা নয়, আমাদের সবার উপর হামলা, মানব জাতির উপর হামলা, আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উপর হামলা। এ সব অপশক্তিগুলোর বিনাসে সবাইকে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। কারণ এ ভাবদর্শন মানুষের অন্তরাত্মাকে আলোকিত করে, তাকে দেখায় আলো-অন্ধকারের পার্থক্য, তাকে শেখায় পাপ-পূণ্যের ভেদাভেদ।

এবারের মতো প্রতিবছর সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাউল সম্মেলন আয়োজনের ব্যাপারে মন্ত্রী অনুষ্ঠানে আশাবাদ পোষণ করেন। তাঁর বক্তব্যের পরে বাউল সাধক নহির শাহের সাথে সমাবেত সবাই লালন সাঁইয়ের 'সত্য বল সুপথে চল' গানটি পরিবেশন করেন।

পরে সংস্কৃতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় চিত্রশালা হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত 'জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জাগরণ' সম্বলিত ব্যানার, একতারা, দোতারাসহ দেশীয় বাদ্যযন্ত্র নিয়ে লালন সাঁইয়ের গানের তালে তালে বাউলদের পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্কৃতি সচিব ও শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকও এতে অংশগ্রহণ করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এম.পি, সংস্কৃতি সচিব আক্তারী মমতাজ ও শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীসহ বাউল নেতৃবৃন্দ 'জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জাগরণ' শীর্ষক পদযাত্রার পূর্বক্ষণে আলোচনা অনুষ্ঠান।

বাউল উৎসবে বিদেশী দর্শনার্থী

লিয়া, জার্মানির নাগরিক। এ লেভেল পরীক্ষা শেষ করে দুই বান্ধবী মিলে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপভোগ করতে জার্মানি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে ভারতে বসেই বাংলাদেশের সম্পর্কে জানতে পারেন। তাই এসেছেন বাংলাদেশে। শিল্পকলায় অনুষ্ঠিত বাউল মেলা দেখতে এসে দারুন খুশি। আসরের দ্বিতীয় দিনে ১২ আগস্ট সন্ধ্যায় মেলায় ঢুকেই উৎসুক দৃষ্টিতে ঘুরে ফিরে দেখছিলেন এবং দারুণ উপভোগ করছিলেন। এরই মধ্যে তাদের সাথে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর আলাপচারিতায় তারা বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতির সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন। লিয়া বেশ আগ্রহের সাথেই বাউল মেলার বিস্তারিত জানতে চাইলে মহাপরিচালক তাদের বুঝিয়ে বলেন। এক পর্যায়ে মাসিক শিল্পকলার পক্ষে সেলিম সামছুল হুদা চৌধুরী লিয়াকে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন করেন। সে জানায়, বন্ধুকে নিয়ে বাংলাদেশে এবারই তার প্রথম আসা, তারা পুরো বিষয়টি দারুণ উপভোগ করছে। আয়োজনটি তাদের মুগ্ধ করেছে। এই স্মৃতি তাদের অনেক দিন মনে থাকবে বলেও জানায় লিয়া।

রেকর্ডার হাতে সহযোগী সম্পাদক ফারুক হোসেন শিহাব কথোপকথন রেকর্ডিং এ ব্যস্ত আর মহাপরিচালকের সাথে দূরে দাঁড়িয়ে সম্পাদক নার্গিস চৌধুরী তা উপভোগ করছিলেন।

বাউলদের মাঝে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছে

ফকির হৃদয় সাঁই

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া লালন সাঁইজির বারামখানার পাশের গ্রাম থেকে আসা বাউল হৃদয় সাঁই। গুরুপাঠ হচ্ছে মেহেরপুর ফকির দৌলত সাঁইয়ের কাছে। শিল্পকলায় বাউলদের নিয়ে ব্যাপক পরিসরে আয়োজিত সম্মিলনীর বিষয়ে তার দারুণ অনুভূতি। এ বিষয়ে তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাবের একটা বিষয়। গুরু-শিষ্য পরম্পরা যে একটা ধর্ম, ভেতরের যে মানবতা-মহত্ত্বতা এবং লালন সাঁইজির দর্শনে গভীরে গেলে যে বিষয়টি পাওয়া যায় তা হচ্ছে শুদ্ধতা, সুক্ষতা। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি শিল্পকলার উদ্যোগে আপামর ভাবের মানুষদের প্রাণের জাগরণে অনুষ্ঠিত এই আয়োজন বাউলদের মাঝে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এই আঁচড়টি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে খুব বেশি প্রয়োজন ছিল। কেননা, একমাত্র লালন দর্শনই পারে মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় দূর করতে। আমি যদি লালন দর্শনকে ধারণ করতে চাই, সত্যকে সত্য হিসেবে জানতে চাই তাহলে এরকম ভাবের আসর করা আরো বেশি জরুরী। বাউলের যেই গভীরবোধ রয়েছে, মানবিকতার বিষয়ে লালন সাঁইজি তাঁর ভাববাণীতে বা গানের পরতে পরতে বলে গেছেন তা কিঞ্চিৎ নয় গভীরভাবে প্রতিটি মানুষের সেটি উপলব্ধি প্রয়োজন। এদেশ লালনের দেশ, সঙ্গীতের দেশ, সম্প্রীতির দেশ। আমি মনে করি, সত্য মানেই যদি লালন হয় তাহলে প্রতিটি বাঙালির ভেতর লালন আছে, তার বোধ ও চেতনা আছে। যদি লালনের দাসত্ব স্বীকার করে থাকি তবে বলবো তাঁর এই বাণী চিরন্তন সত্য। তিনি কত গভীর উপলব্ধি থেকে উচ্চারণ করেছেন 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি'। এ থেকে বলা যায় কুৎসিত বিষয়গুলোকে এড়িয়ে মানুষকে মানবিকতার পথে এগিয়ে যাওয়া উচিৎ। শুধু জাতীয়ভাবে শিল্পকলাতেই নয় জেলা পর্যায়েও লালনকে নিয়ে এ ধরণের আয়োজন হয় তাহলে লালনের ভাব-দর্শন, সত্যবাণী উপলব্ধির চর্চা গড়ে উঠবে। এমনকি মানুষের মধ্যে যে সত্যটি ঘুমিয়ে আছে তাও জেগে উঠবে। লালন সাঁইজির গান শুধু কান পেতে শোনার জন্যই নয় মন পেতে শোনার জন্যও। শুনতে গেলে যে বিষয়টি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ভাব, অন্তর আত্মার জাগরণ। 'লালন' শব্দটির মধ্যে যে অর্থ রয়েছে তা উপলব্ধির বিষয়। শুধু তাই নয়, প্রবীণ শিল্পী-সাধকদের তাত্ত্বিক ভাবটাও জানা জরুরী। তাদের বচনে- যাকে আমরা সাধুর বচন বলি সেই বচন ও সাধুর অন্তরাত্মার শক্তি, তার জাগ্রত প্রকাশ, শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধির ব্যাপার। যা মানুষকে অনেক বেশি মানবিক ও আলোকিত করবে। 'সাঁইজি' শব্দটির মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বের মানুষ জানে তার মহত্ত্বতা। আমি গর্ব করি আমি বাঙালি, আমি লালন অনুসারী এবং তাঁর দাসত্ব করি।

লালন সাঁইজির বাউলধারাটি হচ্ছে ফকিরীধারা। যার পোষাক হচ্ছে সম্পূর্ণ সাদা। কিন্তু ভারতের বৈষ্ণব বাউলদের পোষাকের রঙ গেরুয়া। আমাদের লালন অনুসারী বা বাউলশিল্পীদের অনেকেই কিছুদিন আগেও গেরুয়া রঙের পোষাক পড়তো। আমি চেষ্টা করেছি সবাইকে বুঝাতে যে, সাঁইজির পোষাক সাদা এবং সাদা। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আমাদের ভেতর সেই সত্যটি জাগ্রত হয়েছে। এখন সবাই সাদা পড়ছে। ধর্ম মানে ধারণ, যা ধারণ যোগ্য তাই ধর্ম। ধর্মের গভীরে যেসব বাউল সাধকরা আছেন আমি দ্বীধাহীন বলতে পারি তারা কখনোই কারো দ্বারা আক্রান্ত হবেন না। অবশ্য এরপরও দেশের বিভিন্ন এলাকায় অনাকাঙ্খিত কিছু ঘটনা ঘটছে। আরেকটি বিষয়, সাঁইজির বাণীর স্পষ্টতা প্রয়োজন। তিনি যেখানে বলেছেন 'কমনে' সেখানে 'ক্যামনে' বললে কিন্তু হবেনা। যেখানে 'মড়লে' বলেছেন সেখানে 'মরলে' কিংবা 'রোলো'র স্থলে 'রইল' বললে হবেনা। অধুনিকতার জায়গায় এসব ছাড় দেওয়া প্রয়োজন। কেননা, প্রবীণ বাউলদের মুখসৃত বাণীগুলো আমরা সেভাবেই দেখি। কিন্তু আজ এর অনেক কিছুই বিকৃত হচ্ছে। এ বিষয়টি মাথায় রাখলে শিল্পকলার সংগ্রহিত লালন গানের আর্কাইভটি প্রসংশনীয় এবং দূর্লভ একটি কাজ হবে।

সাঁইজি যতটা সহজ করে সত্যকে বলেছেন তা আর কেউই বলেনি

বিদ্যুৎ সরকার

লালন সাঁইজি মানবতার ধর্মচর্চা ও গুরুদীক্ষা চর্চা করতেন। তাঁর গুরু হচ্ছেন সিরাজ সাঁই। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় আজ আমাদের পথচলা। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট যে, সাঁইজি কাউকে অনুকরণ করেননি। তার যা সৃষ্টি সব স্বয়ং স্রষ্টা প্রদত্ত। তিনি যে গভীর থেকে সত্যটি বলেছেন, 'সবি দেখি তা-না-নানা' কিংবা 'সময় গেলে সাধন হবেনা'। সত্যের প্রতি তার একাগ্রতা, অবিচল উচ্চারণ তা বিরল, এটি বোধের বিষয় উপলব্ধির বিষয়। তিনি যতটা সহজ করে সুন্দর করে সত্য বলেছেন তা আর কেউই বলেননি। বাংলাদেশের মতো ভারতেও বাউল তথা লালনচর্চা হয়। তবে, সাঁইজির সাথে ভারতীয় বাউলদের চর্চার কিছুটা ফারাক রয়েছে। তাদের বাউলমত বৈষ্ণবধারার, আর আমাদের হচ্ছে ফকিরীধারা। আমরা বাউলরা আশা করি সরকার যেভাবে বাউলদের সহায়তা দিচ্ছে পাশাপাশি বাউলদের নিরাপত্তার দিকে আর একটু দৃষ্টি দেন তাহলে আমরা নির্বিঘ্নে সত্য ও মানবতার জয়োগান গেয়ে যেতে পারবো। অনেক ক্ষেত্রে একজন বাউলশিল্পী দেশী-বিদেশী অনেক গুরুত্বপূর্ণ আসরে গান করার সুযোগ পাচ্ছেন কিন্তু একজন বাউলসাধক তা পাচ্ছেননা। বিষয়টি সাধু বা বাউলসাধকদের জন্য সহজতর করা উচিত। সরকার নিশ্চয় বিষয়টি আন্তরিকতার সঙ্গে দেখবে।

আমরা মানুষের মধ্যেই পরম সৃষ্টিকর্তাকে দেখি

ফকির বজলু সাঁই

বাউলদের মধ্যে বৈষ্ণব, সাক্ত, শৈব, সৈর এবং জ্ঞানপন্থী ৫ ধারার অনুসারী রয়েছে। প্রত্যেকেই আলাদা ধর্মের চর্চা করেন। সাক্ত শক্তির উপাসনা করেন, সৈর শিবের উপাসনা করেন, বৈরাগ্য সন্নাস জীবনযাপন করেন, শৈব বিজ্ঞান ও গ্রহ চর্চা করেন এবং জ্ঞানপন্থীরা জ্ঞান চর্চা করেন। এদের থেকে আমরা যারা বাউল বা ফকির তারা সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা গুরুমুখী। গুরু আমাদের সব, গুরুই আমাদের ধর্ম। তার সেবা সাধনা যতটা করা যায়, আমরা মনে করি পরম সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ, গড, ঈশ্বর যাই বলিনা কেন তার উপাসনা করলাম।

আমরা মানুষের মধ্যেই পরম সৃষ্টিকর্তাকে দেখি, খোঁজার চেষ্টা করি। আমাদের মধ্যে তরিকার শিক্ষা রয়েছে যে, 'তুমি মানুষের মধ্যে আল্লাহকে দেখ। যদি মানুষ ছেড়ে স্রষ্টাকে আলাদা করে দেখলে তুমি ঠিক ধর্মের স্থানে থাকবেনা'। মহান আল্লাহ পাক নিজ জবানিতে বলেছেন, আমি কোথাও থাকিনা একমাত্র বান্দার কলবে বিরাজমান। পৃথিবীর আর কোন জীবজন্তুর কথা তিনি বলেননি একমাত্র মানুষের মধ্যে তার উপস্থিতির কথা বলেছেন। সেজন্য আমরা সৃষ্টিকর্তার পর মানুষকে যে তাজীম করি অর্থাৎ রুকুবিহীন যে সেজদা করি সেটি কিন্তু নামাজের কোন সেজদা নয়, সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের প্রতি সম্মানসূচক তাজীম বা মাথা নত করা।

বাউল সম্পর্কে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই

ফকির গণেশ বসু

শিল্পকলা তথা বাংলাদেশ সরকার বাউলদের যেই সম্মান দিয়ে যাচ্ছে তা অসাধারণ। বাউল সম্পর্কে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। যে জন্য তারা এখনো কিছু মানুষ বাউলদের আড়চোখে দেখে। দুই-আড়াই'শ বছর আগে লালন সাঁইয়ের হাতের একতারা ভাঙ্গারও ইতিহাস আমরা জানি। কিছু কিছু মানুষের ভেতর এখনো ধর্মের নামে গোড়ামী রয়েছে। এজন্য আমাদের প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ধর্মের প্রতি সচেতন হওয়া উচিত। যারা বাউল তাদের সচেতন হওয়ার নিয়মই আছে। অবশ্য, যারা সবসময় ঝিকিরে থাকে, গুরুকার্য করেন নির্ভয়ে সাধনার জন্য তাদের উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। পরিবেশ এবং বাউলদের ভেতর সত্যের বল থাকলে কোন বাউলই অপদস্ত-নির্যাতিত হবেননা। কেননা, মানুষ জেগে উঠেছে, বাউলরাও জেগে উঠেছে। সাঁইজি বলেছেন- 'আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়, পারে লয়ে যাও আমায়'। তাঁর এই কথাটি যেন-তেন নয়, তাঁর মতো করেই বলতে হবে। এমন সুর বা শরীরের ভাষা হওয়া উচিত নয় যাতে এর অর্থ যথার্থ হবেনা। তাই মন থেকে যখন এই গভীর বাণীটি উচ্চারণ করবো তখন সেই পরিমাণ একাগ্রতায় অন্তরাত্মা ছুঁইয়ে প্রকাশ করতে হবে। দুস্থ বাউলরা সরকারি যে ভাতা পায় তা দিয়ে তার বাৎসরিক সাধুসেবা কর্মটি করেন যা প্রসংশার দাবী রাখে। বাংলাদেশ সরকার মানবতা ও সত্যের বাণী প্রচারে এতোটা পৃষ্টপোষকতা দিচ্ছে যে এটি বিশ্বের বুকে মাইল ফলক হয়ে থাকবে। একই সাথে কিছু বাউলের ভেতর কিঞ্চিৎ ভন্ডামি ঢুকেছে তা আর থাকবেনা বরঞ্চ আরও শুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা আসবে।

বাউলদের প্রাত্যহিক জীবন আচরণ

বাউলদের নিজস্ব কিছু সাধনকর্ম রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে তাদের প্রাত্যহিক জীবন আচরণ বলতে গেলে প্রতিদিন ভোরে সূর্যদয়ের সাথে সাথে তারা গুরুকর্ম শুরু করেন। ওই সময় যে কাজটি তারা করে থাকেন সেটি হচ্ছে 'চাল-জল' খাওয়া। অর্থাৎ এসময় তারা ৫টি চাল এবং একটু জল খাবেন। এরপর খেজুর, আঙ্গুর বা বাতাসা খাবেন। এই কাজটি তারা করে থাকেন সকলে একসঙ্গে। সবাই একসঙ্গে বসবেন এবং গুরুপর্যায়ের জেষ্ঠ্য একজনের নেতৃত্বে তার নির্দেশ মতো সবাই একসঙ্গে গুরুকর্মটি করেন। কেউ আগে পরে নয়। গুরুকর্মটি সেরে তারা সেজদা'র মতো দুইবার মাথা নত করেন। প্রথমবার মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি এবং দ্বিতীয়বার নিবেদন করেন তাদের গুরু ও সকল সৃষ্টিকূলের প্রতি।এরপর যা করেন তার নাম গৈচ্ছের ভজন। তারা চোখ বন্ধ করে এই আরাধনায় ব্রত হন। এমনটি তারা এক-দেড় ঘন্টাব্যাপি করেন। এসময় তারা নানাবিদ মন্ত্র পড়েন, জপ করেন। এভাবেই তারা সাধন-শুদ্ধির জায়গাটি তৈরি করেন। সবাই চুপচাপ বসার পর সবার সামনে প্লেট পৌঁছে দেওয়া হয় এবং ধারাবাহিকভাবে সবাইকে খাবার দেওয়া হয়, কেউ আগে নিতে চাইবেন না। খাবার নেওয়ার পর তারা সমস্বরে অনেক আওয়াজ করে 'আল্লারে' শব্দে তিনবার ধ্বনী দেন। শেষে গুরুর নির্দেশে সবাই একসাথে খাওয়া গ্রহণ করেন। এরপর নিজ নিজ কাজ সেরে আবার সূর্য ডুবার সাথে সাথে সন্ধ্যাকালীন গুরুকার্য শুরু করেন। প্রথমে চাল-জল নিয়ে ঐ একইভাবে আসরে বসেন এবং গুরুকর্ম সম্পন্ন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় কেউ কেউ ধ্যান বা জপতপে মনোনিবেশ করে থাকেন। আরেকটি বিষয় হলো বাউলদের খাবার ও পোশাক। মূলত, লালন ঘরানার বা ফকিরি ভাবতত্ত্বের বাউলরা সাদা পোশাক পরেন। অর্থাৎ জিন্দা দেহে মরার বসন। তারা জীবিত থেকেও নিজেদেরকে মৃত মনে করে স্রষ্টার সান্নিধ্য পেতে ব্রত হন। লালনের গানের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার আরাধনায় মনোনিবেশ করেন। আহার গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের রয়েছে কিছু বিধি-নিষেধ। বাউলদের একটা অংশ শুধুমাত্র তেল, লবণ ও মরিচ দিয়ে রান্না করা নিরামিষ খেয়ে থাকেন। অর্থাৎ পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, আদা ও অন্যান্য মসলা যুক্ত তরকারি খান-না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে ফকির-বাউলরা যে যেই ধর্মেরই হোক না কেন তারা স্ব-স্ব ধর্মকার্য সম্পাদনের পাশাপাশি গুরুকর্ম বা গুরুধর্মও লালন করেন।

বাউল দর্শণ সত্য, সুন্দর ও মানবতার কথা বলে

বাকার বকুল
অভিনেতা, নাট্যকার ও নির্দেশক

আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির যাত্রায় বাউল ফকির লালন সাঁইজির আখড়া অন্যতম; যেখানে শিল্পের একান্ত লালন হয়, শুদ্ধতার চর্চা হয়। সেখানকার সত্য-মানবতার সাধকদের নিয়ে শিল্পকলা একাডেমি যেই বাউল সম্মিলন ঘটিয়েছে তা অনবদ্য একটি শিল্পযজ্ঞ। বাউলদর্শন সত্য, সুন্দর ও মানবতার কথা বলে। শুধু বাউলচর্চা কেন সবারই সত্যচর্চার ভেতরে থাকা প্রয়োজন। কেননা, সকলের ভেতরেই বাউলমনা বিষয়টি রয়েছে। এরকম একটি মহৎ উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত এবং কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ। মৌলবাদীদের অপতৎপরতার কারণে দেশে শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার বর্তমানে একটা সংকট তৈরি হয়েছে। সে অর্থে আমাদের সামনে একটাই পথ, যতো বেশি সংস্কৃতির চর্চা করা যাবে তার মধ্য দিয়ে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য বা যেকোন অপশক্তিকে আমরা ততোবেশি মোকাবেলা করতে সামর্থ হবো। এধরণের একটি আয়োজনে শিল্পনির্দেশনার জন্য আমাকে যখন বলা হলো তখন স্বল্প পরিসরেই চিন্তা করেছিলাম। পরে বিষয়টি নিয়ে আমার ভাবনাটা আরও বিস্তৃত হয়। এখানে মঞ্চ পরিকল্পনাও আখড়াকেন্দ্রিক আবহ তৈরির যে বিষয়টি তা সে পর্যবেক্ষণ থেকে এসেছে। আমি ভেবেছি এ রকম শহুরে প্রাচীরে কিভাবে গ্রাম্য আদলে আখড়ার একটা পরিবেশ আনা যায়। সেজন্যই বাঁশ, খড়, চাটাই এবং হারিকেন ব্যাবহারের মাধ্যমে আলো আঁধারের খেলায় কাজটি করেছি। পাশাপাশি বাউল আখড়ায় গুরুকর্ম বা আগরবাতির যেই ধোঁয়াচ্ছন্ন আবহ তাও রেখেছি। আমি হয়তো দর্শক হিসেবে এখানে গান শুনতে আসতাম কিন্তু এই কাজটির সাথে সরাসরি যুক্ত থেকে লালনদর্শনের সাথে যেভাবে পরিচিত হলাম তা সত্যি আমাকে ঋদ্ধ করেছে। আমি সবসময়ই মৌলবাদ বা মানবতার অপশক্তির বিরুদ্ধে সৌচ্ছার। যা আমার লেখা ও নির্দেশিত নাটকগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু দেশের এরকম বৈরি একটি পরিবেশে এধরণের সাহসী কর্মযজ্ঞ সবাইকে প্রাণীত করেছে।

বাউলরা গানের মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করেন

আনিসুর রহমান
ইন্সট্রাক্টর (সঙ্গীত ও যন্ত্র)
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

পুরো আয়োজনটি আমার জন্য ছিল অনেক বড় চ্যালেঞ্জের, আনন্দের এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতার। আমাদের মহাপরিচালক মহোদয় বাউলশিল্পী পাগলা বাবলুর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে বললেন যে, বাউলদের নিয়ে ৩-৪ দিনের একটি আয়োজন হবে এ বিষয়ে যেন তার সাথে সর্বাত্মক সমন্বয় এবং সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করি। ফলে যারা প্রকৃত বাউলসঙ্গীত সাধনা করেন বিশেষ করে যারা লালন সাঁইজির ঘরানার বাউল তারা কিভাবে জীবন-যাপন করেন, কিভাবে গুরুচর্চা করেন, কি ধরণের খাবার খান, কখন কি করেন, তাদের স্বাচ্ছন্দ্যমতো পরিবেশ এবং আসনস্থলে যথার্থ আখড়ার আবহ তৈরিসহ সার্বিক বিষয়াদির ব্যবস্থা করতে হবে। অংশগ্রহণ কারী বাউলরাও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দারুণ খুশি। সবকিছুই খুব কাছে থেকে আমরা দেখেছি। এখানে কিন্তু তালিকাভূক্ত ১৫৫ জন বাউলই আসেননি। প্রত্যেকের সাথেই দু-চারজন অনুসারী এসেছেন। এমনকি তারা কাউকে ছেড়ে কেউ থাকবেন না, খাবেন না, এমনি আত্মিক অবস্থা। তারা সব কিছু নিজেদের মতো করেছেন। আমরা সর্বাত্মক সহায়তা দিয়েছি। এখানে আরো একটি বিষয় ছিল, আমাদের ঢাকার যেসব বাউল নিয়মিত লালনের গান করেন হয়তো তারাও সঠিকভাবে লালনের দর্শনটা জানেনা। তারা যেন লালনের যথার্থ দর্শনের সাথে পরিচিত হতে পারেন সেরকম একটি প্রয়াসও এখানে ছিল। পাশাপাশি এখানে তালিকাভূক্ত যেসব বাউলরা এসেছেন তাদের থেকে প্রায় দেড় হাজার গান আমরা আলাদাভাবে রেকর্ড করে রেখেছি। যা শিল্পকলার দূর্লভ এক সংগ্রহে পরিণত হয়েছে। মূলকথা হচ্ছে কেউ লালনের গান করেন অথচ তার ভাব-দর্শন সম্পর্কে যথার্থ ধারণা নেই। এমনটিতো হতাশার বিষয়। লালনের মানবতার যে সত্যবাণী তা শুধু গাওয়া বা শোনার বিষয়ই নয় উপলব্ধিরও বিষয়। বাউলরা গানের মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করেন। লালনের দর্শন, তাঁর সত্যবাণী, মানবতার জয়োগান উপলব্ধি করা গেলে আমাদের সমাজে লোভ-লালসা, জুলুম, হানাহানি, অমানবিকতা কিছুই থাকবেনা। 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি' আমাদের সবাইকে এই জায়গাটায় পৌঁছাতে হবে।

আয়োজনটি শিল্প-সংস্কৃতির মানুষদের উজ্জীবিত করেছে

শহীদুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (অর্থ)
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে 'ফকির লালন সাঁইজির ঘরানার ভাবশিষ্যদের সম্মিলন ও ভাবগীত পরিবেশনা'র আয়োজনে আমি আপ্যায়ন ও আবাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলাম। বাউলরা যেমনি প্রাণ দিয়ে গান করেন তেমনি তাদের সাথে প্রাণ দিয়েই মিশতে হয়। বিষয়টি উপলব্ধির ব্যপার। এখানে বিভিন্ন পর্যায়ের বাউলশিল্পী-সাধকরা এসেছিলেন। যাদের মধ্যে অনেক প্রাজ্ঞ সাধক ছিলেন। আমি শতস্ফূর্তভাবে আমার দ্বায়িত্বটি পালনের পাশাপাশি এই সময়টাতে তাদের দর্শনের সাথে একাত্ম হতে চেষ্টা করেছি। তাদেরকে সঙ্গ দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের সম্পর্কে জানাটা ছিল এক বিরল অভিজ্ঞতা। যা আমার কাছে অসম্ভব ভালো লেগেছে। এর আগে চাকুরির সুবাদে একটা সময় আমি কুষ্টিয়ায় কাটিয়েছিলাম কিন্তু বাউলদের সাথে এতো কাছ থেকে মিশতে পারিনি। তাদের একে-অপরের মধ্যে যেই মেলবন্ধন, আত্মিক সম্প্রীতি সেটি অসাধারণ। চারটি দিন তারা এতোগুলো নারী-পুরুষ একইসাথে পাশাপাশি থেকেছেন, খেয়েছেন, ঘুমিয়েছেন, লালনময় আড্ডা-আলোচনা ও কথা-গানে দর্শকদের মাতিয়েছেন। কিন্তু কারো কোন অভিযোগ, অতৃপ্তি, অপ্রাপ্তি বা কোন নিরাশা নেই এটি অনেক বড় বিষয়। বরঞ্চ তারা যা খেয়েছেন, যা পেয়েছেন তাতেই খুশি হয়েছেন। আমরাও আমাদের সাধ্যের মধ্যে সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের বর্তমান মহাপরিচালক মহোদয় দায়িত্বে আসার পর থেকে অনেক নিত্য-নতুন কাজের সাথে আমরা পরিচিত হচ্ছি যা ভাবনাতীত। প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এই বাউল সম্মিলন একটি অনবদ্য শিল্পসৃজন। দেশে মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের ভীতিকর পরিস্থিতিতে মানবতার ডাকে জঙ্গিবাদ বিরোধী এটি একটি সাহসী উদ্যোগ। আয়োজনটি এসময়ে শিল্প-সংস্কৃতির মানুষদের আরো উজ্জীবিত করেছে।

বাউল শিল্প মানবপ্রেমের এক বিস্তৃর্ণ সমাহার

ফকির নিজাম সাঁই

ফরিদপুরের ফকির নিজাম সাঁই লালন ঘরনার চর্চা করেন। তার ভাবগুরু আদিল সাঁই ও বরেণ্য বাউল পাগলা বাবলু অন্যতম। শিল্পকলায় অনুষ্ঠিত বাউলমেলায় অংশ নিয়ে তিনি দারুণ খুশি। বাউলসঙ্গীত সাধনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাউলশিল্প মানবপ্রেমের এক বিস্তৃর্ণ সমাহার। এখানে মানব প্রেমের একটা স্বত্তা সর্বদা বিরাজিত। সৃষ্টিকে জানা এবং গভীরভাবে উপলব্ধি বাউল সাধনার অন্যতম বিষয়। আমি কে, অর্থাৎ নিজেকে জানা এবং পরম সৃষ্টিকর্তাকে অন্তর-আত্মাতে উপলব্ধির এক অনন্য মাধ্যম বাউল সাধনা। নিজেকে চেনা এবং খুঁজে পাওয়ার এটাই একমাত্র পথ। আজ বিশ্বব্যাপী মানবতার যেই অবক্ষয়, চারদিকে খুন, হত্যা, নৈরাজ্য এসবকে বাউল সম্প্রদায় ঘৃনা করে। কারণ বাউলদের কাজ হচ্ছে মানবতার প্রচার। যারা মানবতাহীন কাজ করছে বিশেষ করে জঙ্গিবাদি কর্মকান্ড করছে তাদের আমি আহ্বান করবো- 'বাবারা তোমরা ফিরে আসো, তোমাদের হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে ঐ হাতে একতারা তুলে নাও'। বাউলদের নিয়ে এ ধরণের চমৎকার আয়োজনের জন্য আমি শিল্পকলা একাডেমী এবং সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এটি আরো প্রসারিত হবে বলে আমার প্রত্যাশা। আমরা পথের মানুষ পথেই পড়ে থাকি। শিল্পকলা আমাদের এমনিকরে সম্মান জানিয়েছে, এজন্য আমাদের আনন্দের শেষ নেই। সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা মনে করে আমরা গান-বাজনা করি এবং ফকিরের মতো থাকি। গ্রামে-গঞ্জে অনেক বাউল ভাই-বোনেরা গান করে লাঞ্ছিত হয়েছে, কোথাও কোথাও এখনো হচ্ছে। আমরা চাই এসব বন্ধ হোক এবং এক্ষেত্রে সরকার আমাদের সহায়তা করে সেটিই চাই। আমরাতো কারো কোন ক্ষতি করিনা, সবাইকে মানবপ্রেমে উৎসাহী করতে চাই। আমি সরকারের প্রতি আহ্বান করবো সরকার যেন বাউলশিল্প নিয়ে আরো বেশী কাজ করে। জাতীয়ভাবে প্রচলিত একটা কথা ছিল 'বাংলার বাউল'। সে কথাটি হয়তো এখন অনেকেই ভুলে গেছেন। বাংলা সংস্কৃতিতে বাউলদের সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। সারাদেশে বাউলরা অনেক নিপীড়িত, অবহেলিত, অসহায়, দারিদ্রতায়,

বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠায়

লালনের দর্শন মানুষের মধ্যে আত্মশুদ্ধি এনে দেয়

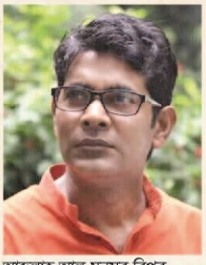

আব্দুল্লাহ আল মনসুর বিপ্লব
লোক সংস্কৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রকল্প কর্মকর্তা

আয়োজনটি যে অসাধারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এভাবে এতো বাউলকে একত্রিত করাটা কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার। এমন একটি মহৎ কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকার আনন্দ এবং পুরো সাধনকর্মের দৃশ্যমান অভিজ্ঞতা সহজে প্রকাশ করা কঠিন। তাদের সাধনকর্ম, গুরুকর্ম, সাধুসঙ্গ, বৈষ্ণবের গান ইত্যাদি এতো কাছে থেকে দেখাটা আমার জন্য বিস্ময়কর ব্যাপার। আমি মনে করি, প্রতিবছর যদি এরকম অন্তত একটি আয়োজন হয় তবে সেখানে যেসব দর্শক আসবে তাদের ভেতর নিশ্চিত একটা সত্য জাগ্রত হবে। বিষয়টি আমার নিজের উপলব্ধিকেই ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছে। এ আয়োজনটি আমাদের শ্রদ্ধেয় মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র একক ভাবনার ফসল। নিঃসন্দেহে এটি একটি মহৎ কাজ। তিনি দুঃসাহসিক এই উদ্যোগ না নিলে বাউলদের যে নিজস্ব গভীর একটা ভাবনা বা দর্শন রয়েছে তা আমরা এতোটা উপলব্ধি করতে পারতাম না। যেসব বাউল এখানে এসেছেন আমরা তাদের এক হাজারেরও অধিক বাউলগান রেকর্ড করেছি। মূল আয়োজনস্থলের বাহিরে আলাদাভাবে মহাপরিচালকের দফতরে ৭টি এবং সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ভবনে ১টি মোট ৮টি স্টুডিও বুথে আমরা ৮টি অডিও এবং ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ১২৭জন বাউলশিল্পীর কাছ থেকে এসব গান রেকর্ড করেছি। যা শিল্পকলার আর্কাইভে সংরক্ষিত হবে। আমরা আশা করি প্রতিবছর এ আয়োজনটি শিল্পকলা একাডেমি করবে। মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী এ বিষয়ে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। একটা প্রশ্ন হতে পারে এই শোকের মাসে বা দেশের এরকম বৈরি পরিস্থিতিতে এধরণের আয়োজন কেন? সে অর্থে বলবো, যৌক্তিক কারণেই এই সময়টাতে বাউলদের নিয়ে এধরণের কর্মকান্ড। লালনের দর্শন মানুষের মধ্যে আত্মশুদ্ধি এনে দেয়। আত্মার সাধনের বোধটা জাগ্রত হলে মানুষ কোন খারাপ কাজ করতে পারেনা। আর তখনই সকল অহিংসা, নৈরাজ্য, কূপমুন্ডকতা মানব হৃদয় থেকে দূর হয়ে যাবে। মানুষ আরো মানবিক ও কল্যাণকর হয়ে উঠবে। এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে তারই সন্ধান করা হয়েছে।

অর্থ-সম্পদের প্রতি বাউলদের মোহ নেই

বাউল অজিম উদ্দিন সাঁই

চুয়াডাঙ্গার বাউল অজিম উদ্দিন সাঁই, তার গুরু হেদায়েত সাঁই। গুরুর যে আখড়া ঘর সেটি ওয়াকফ্ করা আছে বলে জানান বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভূক্ত বাউল শিল্পী অজিম উদ্দিন সাঁই। তিনি বলেন, আমি ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীতচর্চা করতাম। নজরুল, আধুনিক, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এমনকি লালনের গানও করতাম। কেননা, আগে থেকেই আমাদের পরিবারে লালনের চর্চা ছিল। তাঁর বাণী, তথ্য, তরিকা ও দর্শন আমার উপলব্ধিকে ব্যপকভাবে নাড়া দেয়। তখনই মনে হয়েছে লালন দর্শনের মাধ্যমেই মানবতা, সত্য-সুন্দর এবং পরম সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাবো। আমরা যে দেহ ধারণ করে আছি তার কয়েকটা বিশেষ অংশ রয়েছে, লালন সাঁই যার চমৎকার বর্ণনা করেছেন।
চলমান বিশ্ব তথা বাংলাদেশেও ধর্মের নামে সন্ত্রসবাদী-জঙ্গীবাদী হামলার ফলে যেই অস্থিরতা বিরাজ করছে,তা আশঙ্কাজনক। এসবের বিপরীতে লালন মানবতার কথা বলে গেছেন। বলেছেন, 'যদি মানুষগুরু নিষ্ঠা যার- হবে সর্বসাধন সিদ্ধি তার'। যে এসবের মর্মার্থ বুঝার চেষ্টা করবে তার দ্বারা নিশ্চিত কোন হিংসাত্মক বা খারাপ কাজ হবেনা। আমরা বাউলরা বেশিরভাগই সাধারণ মানুষের মতোই নিজের রুটি রুজির কাজ করি এবং সন্ধ্যাকালীন গুরুচর্চাও করে থাকি। গুরুচর্চায় আমরা তরিকত মতো প্রতিদিনের ইবাদাত, ধ্যান-দীক্ষা সম্পাদন করে থাকি। যাকে আমরা সাধারণত গুরুকর্ম বলে থাকি। আমাদের নিয়মে পাঞ্জেখানা বা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সুযোগ নেই। আমরা দুই বেলা মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে সেজদায় অবনত হই। সেটি সূর্য উদয়ের পূর্বে ও পরে। আমরা স্রষ্টার প্রতি এক সেজদা এবং গুরুর প্রতি এক সেজদা মোট দুই সেজদায় এই গুরুকর্ম করে থাকি। এমনটা গুরু পরম্পরায় হয়ে আসছে। আমি ব্যক্তিগত জীবনে চুয়াডাঙ্গার বহালগাছিস্থ একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছি। লালন সুদূর কুষ্টিয়া (বর্তমান চুয়াডাঙ্গা) থেকে সমগ্রদেশ তথা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছেন। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে এখন লালনের উপর গবেষণা করা হচ্ছে। জাতিসংঘের অধিবেশনও শুরু হয়েছে লালনের গান দিয়ে। মানব জীবনের জন্য এতো সুন্দর কথা এতো সহজভাবে আর কেউই বলেনি; একমাত্র লালনই বলেছেন। অর্থ-সম্পদের উপর বাউলদের খুব একটা মোহ নেই। তারা অতি অল্পতেই সবসময় সন্তুষ্ট থাকে। এধরণের বর্ণিল আয়োজনের জন্য শিল্পকলা কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রতিবছর এমনিভাবে বাউলমেলার আয়োজন হলে বাউলদের মনোবল আরও বৃদ্ধি পাবে।

বাউল শিল্প মানবপ্রেমের এক বিস্তৃর্ণ সমাহার

৫ পৃষ্ঠার পর

কবলিত; মানবতার চিন্তা ছাড়া তাদের অন্যকোন ভাবনা থাকে না। একটা সময় এদের বেশিরভাগই অর্থাভাবে, রোগে শোকে, অসহায়ত্বে জীবন কাটায়। তাই বাউলদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে সরকারকে এসব শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানো উচিত বলে আমরা মনে করি।

আমরা বাউলরা সাদা মনের মানুষ

বাউল আখতার হোসেন

বাউল আখতার হোসেন বিক্রমপুরের মানুষ। শিল্পকলায় 'ফকির লালন সাঁইজির ঘরানার ভাবশিষ্যদের সম্মিলন ও ভাবগীত পরিবেশনা' শীর্ষক আয়োজনে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'মহান সৃষ্টিকর্তাকে আপনচিত্তে পাওয়ার বাসনায় আমরা বাউলচর্চা করি। আমি লালন সাঁইজির গান করি। এখানে অংশ নিয়ে আমরা নিজেদের অনেক সম্মানীত বোধ করছি। জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সৌচ্ছার হওয়ার জন্য আমাদের বাউলগোষ্ঠীকে এভাবে একত্রিত করার এই উদ্যোগ সত্যি প্রসংশনীয়। আমরা বাউলরা সাদা মনের মানুষ। আমাদের বাহিরে যেমন সাদা ভেতরেও সাদা। আমরা পবিত্র-সাদা মন নিয়ে সম্প্রীতি ও মানবতার সাধনা করতে চাই। এজন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। কেননা, মানবতার জয়োগান গাইতে গিয়ে আমাদের অনেক বাউল ভাইরা দেশের বিভিন্নস্থানে অপমান-হেস্তনেস্ত ও হামলা-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, আমরা এ থেকে নিস্তার চাই এবং নির্বিঘ্নে যেন সাঁইজির মানবতার কথা প্রচার করতে পারি এটাই সরকারের প্রতি বিশেষ নিবেদন। সাঁইজি বলেছেন, 'মানুষ ধর মানুষ ভজ'। আমরা মানুষ ধরি মানুষ ভজি, এর মধ্যেই রয়েছি।

দর্শণার্থী বাউল সন্তান

মোনজাহিন আক্তার

মোনজাহিন আক্তার -দর্শণার্থী বাউল সন্তান আমি মুন্সিগঞ্জ জেলা থেকে এসেছি। আমি মুন্সিগঞ্জের আনোয়ারা বেগম মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ এর দশম শ্রেণীর ছাত্রী। আমার বাবা মোঃ আখতার হোসেন একজন বাউলশিল্পী। এই আসরে তিনি গান করতে এসেছেন। তার সুবাদে আমার এখানে আসা। এধরণের চমৎকার আয়োজনে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে। আমি এতো বড় পরিসরের আয়োজন এর আগে কখনো দেখিনি। বাউলদের এতো বড় মিলনমেলা দেখে সত্যি অসাধারণ। আমি সঙ্গীতচর্চা না করলেও গান খুব পছন্দ করি। আমার বাবা যখন গান করেন তখন আমার খুব ভালো লাগে।

বাউলরা সবাই অন্তরমুখি, প্রকাশ মুখি নয়

বাউল কেরামত আলী

বাউল কেরামত আলী। গান গাইতে এসেছেন সুদূর কুষ্টিয়া থেকে। শিল্পকলায় অনুষ্ঠিত বাউল সম্মিলনে অংশ নিয়ে আবেগ-আপ্লুত। তিনি বলেন, আমাদের এই বাউল আসরটি হচ্ছে 'জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক'। অনেক আগে থেকেই মনে হচ্ছে আমাদের উপর মৌলবাদী-জঙ্গীদের একটা টার্গেট রয়েছে। কেননা, এযাবৎ কুষ্টিয়ার কিছু কিছু বাউল নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়েছে। আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের মানুষদের জাগরিত করতে চাই এবং বলতে চাই বাংলাদেশ থেকে যেন এই জঙ্গীবাদকে স্বমূলে বিদায় করা যায়। এজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা এদেশের অতি সাধারণ মানুষ। আমাদের কোন জাতি-বর্ণ ভেদাভেদ নেই, মানুষ মানবতা নিয়ে আমরা চলি, আমরা যেন সেই পরম শান্তিটুকু লাভ করতে পারি এটাই আমাদের আহ্বান। কিছু মানুষের মধ্যে ধর্মান্ধতা রয়েছে যারা না বুঝেই ধর্মের দোহাই দিয়ে হিংসাত্মক নানা নৈরাজ্য করছে। কোন ধর্মইতো মানবতাহীন নয়। সকল ধর্মই কল্যাণের কথা বলে। আমাদের ইসলাম ধর্মও কিন্তু মনুষ্যত্ব মানবতার কথা বলে, সম্প্রীতির কথা বলে। নবী কারীম (সঃ)ও মানবতার কথা বলে গেছেন, বলেছেন- 'তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করোনা, যার যার ধর্ম তার-তার কাছে।' কিন্তু বিপথগামী কিছু মানুষ না বুঝেই ধর্মের নামে অপকর্ম করছে। মানুষের প্রতি যেই ভালোবাসা রয়েছে তা দিয়েইতো অন্যকে কাছে টানতে হবে, ধর্মকে জয় করতে হবে। ওরা যখন বুঝতে পারবে বাউলরা কি? মানবতা কি? এবং ধর্মের দর্শন কি? তবেই তারা বিপথ থেকে ফিরে আসবে। শিল্পকলা একাডেমি প্রথমবারের মতো এতো ব্যাপক পরিসরে বাউলদের এভাবে একত্রিত করে সম্মান জানিয়েছে এজন্য আমি একাডেমির মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বাউলরা সবাই অন্তর্মুখি, বহির্মুখি নয়। অনেক অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে বাউলরা দিন কাটাচ্ছে। এর মধ্যে কেউ শিল্পী কেউ সাধু। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের আকুল আবেদন যেন সমগ্র দেশের দুস্থ-অসহায় বাউলদের জন্য একটা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। এতে করে মানবতার জয়গান প্রচারকারী বাউলদের একটু দুঃখ লাঘব হয়। একই সাথে আমাদের দাবী- যেন বাউলদের আর কোন নির্যাতন, অপদস্ত, হত্যা না হয় সে দিকে সুদৃষ্টি রাখা হয়। আমাদের অনুরোধ যেন বাউলরা তাদের প্রকৃত সম্মান পায় এবং দেশজ এই শিল্পটি সংরক্ষণ ও প্রসারে কাজ করা হয়। একই সাথে দেশের পাশাপাশি মানবতার এই শিল্পকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করা হয়।

বাংলাদেশে এখনো বাউলরা অবহেলিত

আব্দুল লতিফ শাহ

দেহ সম্পর্কে মানুষ জানতে পারলে সে সমস্ত-কিছুর দর্শন পাবে। কারণ, সাঁইজি এমন একটি কথা বলেছেন 'গুরুর দয়া যারে হয় সেই জানে' এটি এমন একটা বাণী যে, 'শহরে সহস্রপাড়া তিনটি পথ তার এক মহড়া; আলেকশোয়ান পবনগুরা ফিরছে যেইখানে'। এই যে বাতাসের যেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তিনি গানের ভাষায় তুলে ধরেছেন এটাকে যদি কেউ সাধুগুরু থেকে জেনে নেয় তাহলে তার জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে। প্রভুর দর্শনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। লালন সাঁইজির দর্শন ছাড়া প্রভুর দর্শন হয় বলে আমার মনে হয় না। তিনি যেই কলা-কৌশলগুলো দিয়ে গেছেন তা অনবদ্য। আল্লাহপাক সূরা বাকারার ১৫১ নম্বর আয়াতে বলেছেন, রাসূলের প্রতি তিনি তাগিদ দিয়েছেন যে,তুমি কোরআন তিলওয়াত করে শুনাও। তাকে পবিত্র কর এবং হিকমত শিক্ষা দাও, সে যাহা জানেনা তাহা শিক্ষা দাও। মানুষ যাহা জানেনা একমাত্র গুরুরাই তাহা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কিভাবে পবিত্রতা আসবে সেই দীক্ষা দিয়ে থাকেন এবং হিকমত বা কলা-কৌশল গুরুরাই শিক্ষা দেন। সঙ্গীতচর্চার একটি নিয়ম রয়েছে সকাল এবং বিকেলে। এ সময়ে জাগতিক বিষয়কে এড়িয়ে সঠিকভাবে গুরুকার্য তথা সঙ্গীতসাধনে মনোনিবেশ করলেই চলে। বাংলাদেশে এখনো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাউলরা অবহেলিত। বাউলদের নিয়ে অনেকেই বাজে ধারণা পোষণ করেন, ভাবেন এরা উদাসীন সংসার বিরাগী। অনেকে ভাবেন এরা ধর্মহীন-কর্মহীন ভবঘুরে। এসব কারণেই মাঝেমধ্যে বাউলরা নির্যাতিত হয়। এক্ষেত্রে সেভাবে প্রশাসনিক সহায়তা পাওয়া যায়না। যা খুবই দুঃখজনক। কিন্তু শত লাঞ্ছনার পরও বাউলরা আপনমনে সত্য ও মানবতার বাণী প্রচারে নিবেদিত থাকেন।

বাউল মেলায় অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে মহড়ারত কয়েকজন বাউল সাধক

লালনের গানেরবাণী, আধ্যাত্মিক চেতনা আমাকে প্রচন্ডরকম টানে

বাউল অমিয় কুমার শীল

'আমি লালনের আধ্যাত্মিকতার চর্চা করি। ছোট থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি লালন দর্শনে ঝুঁকে পড়ি। দুনিয়াটা আসলে দু'দিনের, পৃথিবীতে কেউই চিরস্থায়ী নয়। সবাইকেই চলে যেতে হবে। মহান সৃষ্টিকর্তার পরম মমতায় পৃথিবীতে আমাদের আগমন। কিন্তু সংসার ও আপেক্ষিক মায়ার মোহে পড়ে আমরা সৃষ্টিকর্তাকে ভুলতে বসেছি।'বাউলচর্চা নিয়ে এভাবেই বললেন ফরিদপুরের বাউল অমিয় কুমার শীল।

তিনি বলেন, 'কলিযুগ হচ্ছে যুগল-ভজল অর্থাৎ আমরা সংসার করবো পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তাকেও ভুলবোনা। লালনচর্চা তথা তাঁর বাণীর মাধ্যমে আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাই। কয়েক বছর আগে রাজধানীর ডেমরাস্থ লতিফ বাওয়ানী মিলস্-এ কর্মরত ছিলাম। একটা সময় গান করতে দেশের বাহিরে ডাক পড়লো। কিন্তু ছুটি না পেয়েও গানের টানে-প্রাণের টানে আমাকে যেতে হয়েছে। ফিরে এসে আর চাকরিটা করা হয়ে ওঠেনি। লালনের গানেরবাণী ও আধ্যাত্মিক চেতনা আমাকে প্রচন্ড রকম টানে। এরই মধ্যে আমি বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভূক্ত শিল্পী হিসেবে জনসংখ্যা, সচেতনতা, মানবতার অনেক গান করেছি। এখন গান নিয়েই আছি।

সাঁইজি বহুবছর আগে মানবতার বাণী দিয়ে গেছেন

বাউল সাধক সুজন মুক্তার

চুয়াডাঙ্গার বোড়াপাড়া থেকে আসা বাউল সাধক সুজন মুক্তার। তার গুরু হেদায়েত সাঁই। তিনি লালন সাইজির ঘরানার চর্চা করেন। সঙ্গীত সাধনাই তার ধ্যান-জ্ঞান, আশ্রয়। লালনের সত্যবাণী প্রচার ছাড়া তিনি অন্য কোন কাজের সাথে নেই। পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি সুজন। মা ও স্ত্রীসহ তিনজনের সংসার চালান গানের উপার্জন দিয়েই। এলাকায় তিনি নিয়মিত বিচার গান করে থাকেন বলে জানান। তিনি বলেন, যে বাউল খেয়ে না খেয়ে সাধু-ভক্তদের নিয়ে বছরে একবার সাধুসঙ্গ করেন। তার নিরাপত্তার বিষয়টি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। সবাই যদি জেগে ওঠে, প্রতিটি মন যদি জাগ্রত হয় তাহলে সত্য জাগ্রত হবেই। আর সত্য কে জাগ্রত করতে লালন সাঁইজি বহুবছর আগে মানবতার বাণী দিয়ে গেছেন। প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ; আমরা সাঁইজিকে বুঝার চেষ্টা করবো। আমরা ফকিরি ভাষার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করবো। তাহলেই আমরা মানবতায়, সত্যে, সাম্যে অবগাহন করতে পারবো।

বাউল মেলায় আগত বাউলদের কয়েকজন

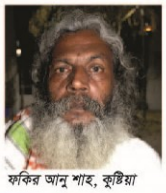
ফকির আনু শাহ, কুষ্টিয়া

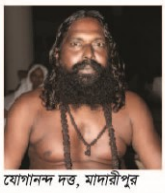
যোগানন্দ দত্ত, মাদারীপুর

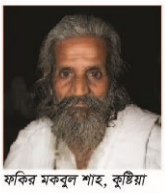
ফকির মকবুল শাহ, কুষ্টিয়া

পাখি খাতুন, চুয়াডাঙ্গা

ফকির দীলিপ শাহ, ঢাকা

যোবেদা বেগম, কুষ্টিয়া

সৈয়দ ময়েজ আহসান, ঢাকা

আতিয়ার শাহ, চুয়াডাঙ্গা

নূরুল ফকির, কুষ্টিয়া

সন্তু বিশ্বাস, রাজশাহী

যোহরা খাতুন, ঝিনাইদহ

ইউসুফ শাহ, চুয়াডাঙ্গা

লালন দর্শনই পারে মানবিক জাগরণ ঘটাতে

-শেষ পৃষ্ঠার পর

আমরা পেতে পারি। লালনের যেই ভাবশিষ্যরা আছেন সত্য-সুন্দর এবং মানবতার বাণী প্রচারে তারা সমগ্র বাংলাদেশে অগ্রসর হবেন। কুষ্টিয়া থেকে যেই আলোক শিখাটি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে তা নির্বিঘ্নে সারাদেশে ছড়িয়ে যাবে। নবী কারীম (সঃ) একদিন তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, মানব জীবনের সব চাইতে উত্তম বিষয়টি কি? উত্তরে কেউ বলেছেন নামাজ, কেউ রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বললেন। তিনি বললেন না, তখন সাহাবীরা বললেন- হে রাসূল আপনিই বলুন। তখন তিনি বললেন- মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ বিষয়টি হচ্ছে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার বাণীই প্রচার করছে বাউল সঙ্গীত শিল্পীরা। বাউলদের এই শিল্পযাত্রা জাতিকে আরো মানবিক হতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। দেশে কিছু কিছু দুর্ঘটনা ঘটে গেছে সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি। সম্প্রতি গুলশানের ঘটনার কারণে বিশ্বের কাছে আমাদের সুনাম নষ্ট হয়েছে। কিন্তু এটাতো বাংলাদেশের আসল রূপ নয়। যারা এধরণের ষড়যন্ত্র করছে তারা কিছুতেই সফল হতে পারবেনা। ষড়যন্ত্র লালন সাঁইজির সময়েও ছিল। সকলে মিলে বাঁশও হাতে নিতে হয়েছে। সুতরাং আমাদের ভালোর জন্য, দেশের উন্নতির জন্য, মানবতার জন্য প্রয়োজনে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বাউল সমাজ যেমনি জঙ্গীবাদের বিষয়ে সৌচ্চার ও সচেতন হবে একইভাবে তারা দেশব্যাপী মানবতার বাণী প্রচারের মধ্য দিয়ে মানুষকে সচেতন করে তুলবে।

আমরা খুবই ভাগ্যবান জাতি যে, আমরা কবিগুরু, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু এবং লালন সাঁইজির মতো মানুষ পেয়েছি। লালনের দর্শন, তাঁর মানবিক উপলব্ধি এবং সঙ্গীতবাণী আমাদের জন্য অনন্য আশির্বাদ। আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শের অনেক বাস্তবায়ন লালন তথা বাউলরা ঘটাচ্ছেন। মদিনা সনদে সকল ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা তিনি জানিয়েছেন, বিদায় হজ্জে যখন তিনি বললেন, আমার সামনে যারা আছো, তাদের প্রত্যেককে বিশ্বমানবের দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি কিন্তু বলেননি যে- শুধু মুসলমানদের দায়িত্ব নিতে হবে। বিশ্ব মানবতার জন্য তাঁর এই আহ্বান সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। সে কারণেই আজকের এই দর্শন; আমরা তার সাধনা ও চর্চা করি। এই সাধনার জন্যই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের একটি অন্যতম আলোকিত দেশ। বাউল সঙ্গীত ইনটেনজিবল হেরিটেজে যুক্ত হয়। তার মানে বাউল সঙ্গীত বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে যৌথভাবে যে সাধুমেলা হচ্ছে এমনটি কিন্তু বিশ্বের অন্য কোন দেশে নেই। একারণেই আমরা বিশ্বে আলোকিত এবং আলোচিত। লালন দর্শন সত্য, সুন্দর, সাম্য, মানবতা এবং মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য পাওয়ার এক নিরন্তর সাধনা। সুতরাং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে লালন খুবই প্রাসঙ্গিক। যেমন রবীন্দ্রনাথ কিভাবে লালন দর্শনদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বুঝা যায় যখন তিনি গগন হরকরার বাউল সঙ্গীত এ উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর জীবনের দশ থেকে বারো বছর তিনি এই দর্শনে বঙ্গদেশে কাটিয়েছেন; বাংলার রূপ-বৈচিত্র্য, সম্প্রীতি ও প্রকৃতিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তার ব্যাপক উন্মেষ ঘটেছে এই বাংলার বৈচিত্র্যে, বাউল দর্শনে। বিশেষ করে লালন সাঁইজির ভাব-দর্শন অন্যতম। শিল্পকলার সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি হৃদয় দিয়ে এ আয়োজনকে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছে। সাংবাদিক বন্ধুরা এবং সম্মানিত দর্শকরা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাউলদের উপর নির্যাতন এখনো চলছে। এই হামলা শুধুমাত্র বাউলগোষ্ঠির উপরই নয়, আমাদের সবার উপর হামলা, আমাদের সংস্কৃতির উপর হামলা, সর্বোপরি মানবতার উপর হামলা। মানবতা বিরোধী এসব অপশক্তির মোকাবেলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমরা চাই প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধি বাউলদের পাশে দাঁড়াবে। এই বাউলদের, মানবতা ও সত্যের বাণী প্রচারকদেরকে সবাই সম্মান জানাবে এবং নির্বিঘ্নে তাদের চর্চা করতে দিতে হবে। এটি আমাদের প্রথম দাবি এবং চাওয়া। কারণ এই দায়িত্বটি শুধু মাত্র সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বা শিল্পকলা একা নিলে হবে না। লালন দর্শনের সাথে যেমনি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন তেমনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিও সাথে আছে। তাদের আশাহত হওয়ার কোন কারণ নেই।

চার দিনের এই কর্মসূচির ভেতর দিয়ে আমাদের এই আয়োজনটির সমাপ্তি হলো। তবে আমি এটুকু বলতে চাই, আমি যতোদিন এখানে দায়িত্বে থাকবো প্রতিবছর এখানে বাউলদের নিয়ে এই আয়োজন হবে এবং আগামী বছর এটি আরো ব্যাপকতর হবে। একইসাথে ভারতের যারা এই চর্চার সাথে আছেন তাদেরকেও এই আয়োজনে সম্পৃক্ত করবো বলে আশা করছি।

বাউল সম্রাট লালন সাঁইজি'র দর্শন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যারা তা লালন করছেন, ছেঁউড়িয়ার সে লালন একাডেমি বা সাঁইজির যে স্মৃতিসৌধ সেটি আসলে দর্শনের বাস্তবায়ন পুরোপুরি ঘটাতে পারছে বলে আমরা মনে করছি না। সেটাকে যেভাবে পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়েছে তা আসলে লালন চর্চার পরিপন্থি একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আমরা লালন একাডেমিকে লালনের মতই সাজাতে চাই এবং আনন্দের সাথেই বলবো এরই মধ্যে এ বিষয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে একটি প্রকল্প জমা দিয়েছি। মন্ত্রনালয় সেটিকে বেশ গুরুত্বের সাথেই দেখছে। যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। লালন একাডেমিতে ইট, সুড়কি, বালি দিয়ে যে মঞ্চটি করা হয়েছে সেটি মূলত লালনের বারামখানা নয়। আমরা ছেঁউড়িয়া ও আশপাশের অঞ্চলকে লালনের ভাবনার মতো করেই সাজাতে চাই। সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সেই কাজে হাত দেব।

লালন দর্শন ধারণ করছেন এরকম বেশিরভাগেরই বয়স চল্লিশের উপরে অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের ভেতর সাঁইজির দর্শন পৌঁছাচ্ছেনা। আমরা সেজন্যই ৬০-৭০ জন নবীণ প্রতিশ্রুতিশীল তরুণকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। যারা শুধু গানই শিখবে, পাশাপাশি লালনের দর্শন ও ভাবতত্ত্ব ধারণ করবে। শুধু তাই নয় তাঁর পোশাকও ধারণ করবে। লালনের যেমনি পরিবেশনা ছিল তেমনিই করবে। এটি একটি প্রতীকি সূচনা যা আমরা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে শুরু করলাম। বাংলাদেশে পরবর্তী সময়ে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করছি।

লালন দর্শনই পারে মানবিক জাগরণ ঘটাতে

লিয়াকত আলী লাকী
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

১২ আগস্ট একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয় বাউল সংগীত সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা বাংলাদেশের অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য 'বাউলসংগীত' সংরক্ষণ (Safegurding 'Baul Song: Intangible Cultural Heritage of Bangladesh)। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব আক্তারী মমতাজ। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সচিব মোঃ মনজুর হোসেন, ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, মুক্তিযোদ্ধা নহির সাহ, কিরণ চন্দ্র রায়, ফকির হৃদয় সাধু ও বাউল গুরু পাগলা বাবলু।

বাংলার আধ্যাত্মিক গানের পথিকৃৎ মানবতার দিশারী বাউল ফকির লালন সাঁই ভাবশিষ্যদের মধ্য থেকে বাছাই করা ১৫৫জন বাউল শিল্পীর অংশগ্রহণে প্রথমবারের মতো ১১-১৪ আগস্ট বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য বাউল মেলা। এ প্রসঙ্গে কথা হলো একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সঙ্গে।

তিনি বলেন- লালনের দর্শন, মানবিক উপলব্ধি এবং সঙ্গীত সাধনা আমাদের জন্য অনন্য আশির্বাদ। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে দেশ বিরোধী একটা চক্র আমাদের সকল অগ্রগতি-অর্জনকে বাধাগ্রস্থ করতে গভীর চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। আজকে জাতি ঐক্যবদ্ধ, আজকে সারাবিশ্বে বাংলাদেশ একটি আলোকিত দেশ হিসেবে আলোচিত। সেটি হচ্ছে মানবতার দর্শনের জন্য, বিশ্ববন্ধুত্বের জন্য। কিন্তু দেশদ্রোহী চক্র এই দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করতে মরিয়া। যে জন্য তারা দেশি-বিদেশী উগ্রবাদিদের সহায়তা নিয়ে দেশব্যাপী চালাচ্ছে সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, যুব সমাজকে করছে বিপদগামী। এমতাবস্থায় সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করে সত্য-সুন্দর ও মানবতার পথে অগ্রসর হতে লালন দর্শন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। সব ধর্মের উর্ধ্বে উঠে গণমানুষকে মানবতার ধর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন লালন ফকির। তাঁর গানেরবাণীর মধ্য দিয়ে লালন হয়ে উঠেছেন মহান দার্শনিক। যার দর্শন একজন মানুষকে কেবল খাঁটি মানুষ হওয়ার শিক্ষাই দেয়নি জগতে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছে। সে কারণেই বাউলদের এই জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমে যুক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বাউলরা এখানে গান করবে, সেইসঙ্গে জঙ্গিবাদ বিরোধী সমাবেশেও যোগ দিবেন।

আমরা খুব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও স্বল্প পরিসরে এখানে লালন আখড়ার একটা আবহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি। শিল্পকলা একাডেমির চার দেয়ালের ভিতর বাউলদের সঙ্গীত পরিবেশনের প্রকৃত পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে বাঁশ, খড়, চাটাই ব্যবহার করে মঞ্চ নির্মাণ ও দর্শকদের বসার ব্যবস্থাটা অনেকটাই আমাদেরকে গ্রামের সন্ধ্যা রাতের কোন বাউল আড্ডা ও আসরের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। সাথে রয়েছে হারিকেনের টিম টিমে আলো। এই সাজ-সজ্জার কাজটি যারা করেছেন তারাও নাটকের মানুষ। এছাড়া একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা, সঙ্গীত ও নৃত্যশালা এবং চিত্রশালার কর্মকর্তা-কর্মচারিরা এ আয়োজনকে সফল করার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। সাংবাদিক বন্ধুরা এবং সর্বস্তরের শিল্পসচেতন মানুষ আমাদের অনুপ্রাণিত করছে। আগত বাউল-সাধক-শিল্পীরা আনন্দের সাথেই আয়োজনকে উপভোগ করছেন। সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

লালনের সকল বাণীই অমৃত-অনবদ্য। তাই তার বিশেষ চারটি গানের বাণীকে আমরা আলাদা করে বিষয়বস্তুতে রূপ দিয়েছি। প্রথম দিনের আয়োজনের শিরোনাম 'সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'। লালন কোন বিশেষ জাতের নয় লালন মানবতার। সকল মানুষের মধ্যেই এক-একজন বাউল বা লালন রয়েছে। লালনের এমনই উপলব্ধি বা দর্শন যা সত্য-সাম্যের কথা বলে। মানবতা-মনুষ্যত্ব জাগরণের কথা বলে। তাই সকল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লালনকে লালন করছে। জঙ্গীবাদ বিরোধী একটি জাগরণ সৃষ্টি করার লক্ষে দ্বিতীয় দিনে চিত্রশালা মিলনায়তনে আমরা একটি অনুষ্ঠান করেছি যা একটি আন্দোলন, যেখানে সকলের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ছিলো। ভালো আন্দোলনে যদি ভালো মানুষ যুক্ত না হয় তাহলে সেটি যতো ভালোই হোক আলোর মুখ দেখেনা। সেদিনের অনুষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছিল 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি'। আজকে মানুষ যদি বুঝতো যে, কি অসাধারণ শক্তি দিয়ে সৃষ্টিকর্তা তাকে গড়েছেন। প্রত্যেকটি মানুষ কতো আলোকিত, কতো শক্তিশালী। অথচ মানুষ মানুষের ক্ষতি করবে লালন দর্শন সেটি বলেনা। "এ মাটি নয় জঙ্গীবাদের এ মাটি মানবতার"।

আয়োজনের তৃতীয় দিন আমরা একটি আলোচনা সভা করেছি। আমরা সকলের স্বপ্নের কথা শোনার চেষ্টা করেছি। আমরা কোন পরিস্থিতিতে আছি, ভবিষ্যতে কি করতে পারি। আমরা জ্ঞানসমৃদ্ধ হতে চাই, সেখানে অনেক পন্ডিত ব্যক্তিত্বরাও ছিলেন। 'সত্যবল সুপথে চল ওরে আমার মন' এই শিরোনামে এদিন সন্ধ্যার পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ আগস্ট সকাল ১০টায় মানবতার গান গেয়ে সকলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে একটি পদযাত্রা একাডেমি থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে যেমনি বাউল শিল্পীরা ছিলেন তেমনি সর্বস্তরের মানুষের সমাগমও ঘটেছে।

এভাবেই সত্য-সুন্দর এবং একটি সাবলিল পথের সন্ধান আমরা পেতে পারি। লালনের যেই ভাবশিষ্যরা আছেন সত্য-সুন্দর এবং মানবতার বাণী প্রচারে তারা সমগ্র বাংলাদেশে অগ্রসর হবেন। কুষ্টিয়া থেকে যেই আলোক শিখাটি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে তা নির্বিঘ্নে সারাদেশে ছড়িয়ে যাবে।

সমাপনী দিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী

আসলে আমাদের সকল প্রেরণার মূলই হচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সকল শিল্পের সংরক্ষণ, চর্চা এবং অগ্রগতির জন্য। আজ তাঁর আত্মার কাছে আমি বলতে চাই, হে জাতির জনক আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরা আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। কবিগুরুর একটা কথা বঙ্গবন্ধু মানতেন না, সেটি হলো- 'সাত কোটি সন্তানের হে বঙ্গজননী রেখেছো বাঙ্গালি করে মানুষ করোনি।' বঙ্গবন্ধু এই কথাটিকে মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য ২১ জানুয়ারি তিনি যখন দেশে আসেন তখন বলেছিলেন, কবিগুরু তোমার কথা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে গেল। বাঙালি আজ তা মিথ্যে প্রমাণ করলো। সবার কাছে সেদিন মনে হয়েছিল কবিগুরু সত্যি হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হারলেন না, মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় ৭৫'র ১৫ই আগস্ট তাঁর কথাই চিরন্তন হয়ে গেল। আমরা কবিগুরু, জাতীয় কবি কাজী নজরুল, বঙ্গবন্ধু এবং লালনকে বলতে চাই, হে মানবতার সূর্য সন্তানেরা আমরা মানুষ হতে চাই, আমরা মানবিক হতে চাই। আমরা শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্ব মানবতার জন্য কাজ করতে চাই। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে স্বপ্নই দেখেছিলেন। যার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন, তিনি হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনায় নজরুল এবং তাঁর দর্শনে লোকসংস্কৃতি বিশেষ করে লালন সাঁইজির দর্শন নিয়েই রাজনীতি করেছেন। তিনি ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সবক্ষেত্রে তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের ভেতর যে সত্যটি আছে তা জাগ্রত করাই বড় কথা। আমি বিশ্বাস করি আমাদের বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানবিকতার যে অবনতি তা দূর করতে একমাত্র আশ্রয় হতে পারে লালন সাঁইজির অনবদ্য বাণী। জঙ্গীবাদের মতো যে অভিশাপ আমাদের উপর ভর করেছে তা সাঁইজির দর্শনকে গভীর থেকে গভীরে ধারণের মধ্য দিয়ে সেই সংকট থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো। এভাবেই সত্য-সুন্দর এবং একটি সাবলিল পথের সন্ধান

বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, সম্পাদনা উপদেষ্টাঃ লিয়াকত আলী লাকী,
সম্পাদকঃ নাগিস চৌধুরী, সহযোগী সম্পাদকঃ ফারুক হোসেন শিহাব সম্পাদনা সহযোগীঃ মোঃ শাহীন রেজা রাসেল, মোঃ আব্দুল রাকিবিল বারী, প্রি-প্রেসঃ ঢাকা ক্রিয়েটিভস, মুদ্রণঃ বিনিময় প্রিন্টার্স, যোগাযোগঃ msb.bsa@gmail.com